স্বপন রায়ের কবিতা

স্রোত ও দেখা

স্রোত

১.

ফুটপাথে আর চাঁদ ওঠে না। চা এবং মদ সহজেই। ইহলোকের বেঞ্চিও। এবার যুদ্ধটা।

ঝুঁকে থাকো। ঢুকো না। চাঁদ এখন চাঁদনিকেই..

স্রোত বসিয়েই হাওয়া।

নদী।

আজ পেরোবে, তো নিরপেক্ষ-দাওয়ায় আঁজলাপশলা বার্তা।

হাওয়া।

বসিয়েই স্রো স্রো স্রো,ত আটকে আছে চাঁদের ফুটে

আর আছে সত্যজিত, রায় নয়, রে।

কাশ খুঁজছে।

২.

শুধু নদীটাকে ঘুরিয়ে দিলেই, একটা রাস্তা, গোয়েন্দাপ্রবণ। খুনী

আলাদা করল স্রো আর ত

এলোমেলো

তবু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই তো যাচ্ছি

যাচ্ছি ওড়িয়ায় যাউছি হিন্দিতে যা রহা হুঁ

ইংরেজিতে

থাক, এই সব ভাষাগত চক্রান্তেই একদিন একটা খুন

খুনীকেও ধরবে

স্তব্ধ হটলাইন। স্তব্ধ তেহরান,ওয়াশিংটন···

৩.

স্রোতের উল্টোদিকেই সাঁতার,বাইশে।

ঝাপসা চেন-অফ-কমান্ড,বাইশের।

তর্ক আভা তোলে, স্বাভাবিক একুশের পরেই

বাঁধ আর সুরক্ষাকর্মীদের হাতে নেই

বিছানা ছাড়ার মুহূর্ত

আদর আর দ্রোহের ছিটিকিনিতে

ফেনা

তর্ক, ফেনা তুলল, মাইরি শেষ হয়ে গেল

'উবার'ও এসে গেল

লোকটা, বাইশে এবার, মেধাবীশ্রাবণভরা ক্লিশে

কলকাতার

এ সব না-ভেবেই যা হওয়ার হয়

স্রোত গলতে থাকে

ঠাণ্ডা একটা শরীর ইহলোকের

২২ শ্রাবণ দেহলোকের

খিল্লিতে

৪.

থোড়শাদা গেঁয়ো-জ্যোৎস্না

এল রে

এই বাংলায়

মণীষ পাজাম পরছিল

যখন ঘুঘুর-ছাপ

তখনই নির্জন

একটা শব্দ

টুসি

আলোকে মোহ মোহকে নীহার

করিয়া ও মারিয়া

আঁচে মুহ্য

নেভা একটা উনুন

এই বাংলার মণীষযুক্ত চা ও তার উপমা

বাইরে, স্রোত

নদী হবে

সুজলাং-সুফলাং একটা-রাত

মণীষের দিকে প্রায় উদাসীন

কুয়াশাকরুণ ও

ভেজা

মণীষ এবং তার পাজামা

ডোরাকাটা নির্জনতম ডাকের অপেক্ষায়

...

দেখা

...

১.

না ফুরনো বর্ষা

দিন

রাত

তার চেয়েও অফুরন্ত

কারণ

রং

হল

ঘর করে

বাসিন্দা হয়ে

লীন থেকে বিলীন অবধি

না ফুরনো

দিনে রাতে একা-একার থেকেও

হল একটা কারণ

গ্রে-স্ট্রিটে

রং

হেলান দিয়ে কাপ্তান

ফুরন্ত

রং

খেলার অবকাশ

তাঁবুতে

ঘামে

গলগল

আদর কিন্তু এক কারণ-রং

বুটে স্টাডে

মিশিয়া

বৃষ্টিও আজীব-গ্রে কলকাতার ‘ফুট-এ

২.

সরল

বেরল অঙ্ক থেকে

কোণ থেকে

দূরত্ব থেকে

তুলোটে-আকাশ

ছায়া-স্কেল

অপ্রকাশিত একটা নদী

প্যাডেলে গোটানো

বাস্কেটে

রাখা

কিছু ফুল আর কয়েকটা ফল

জটিল রাস্তায়

সরল-আঁকা মুখ

জনগণনায় টুকরো টুকরো

হা-হা মাঠ

গাছের কিন্তু পাতার চিন্তা

পাৎলা

সরল একটা নদী

অঙ্কজ

দেখেছিলাম আঁকা ও বাঁকা শান্তিনিকেতনে

স্বপন রায় –এর জন্ম ১৯৫৬য় জামশেদপুরে। বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা রাউরকেলা ও খড়্গপুরে। ১৯৮০র দশক থেকে বাংলা কবিতায়। কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ ২০টি। সম্পাদিত পত্রিকা – কবিতা ক্যাম্পাস, নতুন কবিতা। নেশায় ঘুরে বেড়ান, গান শোনেন, কবিতা পড়েন।